SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

আধুনিক প্রেক্ষাপটে রামায়ণের নারী চরিত্রগুলোর ভূমিকা

Pabitra Das
Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal, India
Email: pdpabitra1996@gmail.com

Abstract: একটি প্রাচীন মহাকাব্য হিসেবেই নয়, বরং একটি অনন্য আধ্যাত্মিক, নীতিমূলক ও আদর্শনির্ভর সাহিত্যকীর্তি হিসেবেও সমাদৃত। এই গ্রন্থটি ভারতীয় সমাজজীবনের নৈতিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ এবং আদর্শ জীবনদর্শনের এক জীবন্ত দলিল। রামায়ণ কেবলমাত্র রাম-রাবণের যুদ্ধ বা এক বীরের কাহিনি নয়, বরং এটি এক সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক দলিল, যেখানে নারীদের চরিত্রচিত্রণ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই মহাকাব্যে নারীরা শুধুমাত্র সহায়িকা নন, তাঁরা কাব্যের গঠন ও বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সীতা, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কেকয়ী, অহল্যা, উর্মিলা, অনসূয়া, শবরী, মন্দোদরী, তাড়া, শূর্পণখা, ত্রিজটা, মন্থরা প্রমুখ নারী চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের মূল ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করেছে। এই নারীরা শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী, ধৈর্যশীলা, কর্তব্যপরায়ণা এবং আত্মমর্যাদাশীল—যাঁদের জীবনাচরণ আজও সমাজের নারীদের জন্য পথপ্রদর্শক হতে পারে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে যেমন সীতার মতো ত্যাগ, শুদ্ধতা ও ধৈর্যের মূর্তি দেখা যায়, তেমনি কৌশল্যার মধ্যে মাতৃত্বের মমতা ও নৈতিক দৃঢ়তা, উর্মিলার নিঃশব্দ সহনশীলতা এবং মন্দোদরীর সুবিবেচনা ও সতর্কতা সমাজকে নারীর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই মহাকাব্যের নারীরা ধর্ম, নীতি, রাজনীতি, সম্পর্ক ও সমাজচেতনার ক্ষেত্রে এক দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে, যা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদা ও শক্তির প্রতিফলন ঘটায়।

আজকের যুগে, যখন সমাজ ক্রমশ ভোগবাদিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ধাবিত, তখন এই নারী চরিত্রগুলি আমাদেরকে মানবিক মূল্যবোধের দিকে ফেরার আহ্বান জানায়। তাঁদের জীবনের আদর্শ, তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগ আজও আমাদের মন ও চিন্তাকে স্পর্শ করে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই চরিত্রগুলি কেবল পৌরাণিক কাহিনির চরিত্র নয়, বরং এক একটি জীবন্ত প্রতিমা— যাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজে নৈতিকতা ও মানবিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সুতরাং, রামায়ণ-এর এই অনন্য নারীচরিত্রগুলির আদর্শ জীবনবোধ ও মূল্যবোধ যদি আমরা বাস্তব জীবনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি গোটা সমাজ ও জাতিরও নৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সম্ভব হবে।

Keywords: বাল্মীকী রামায়ণ, স্ত্রী-পাত্র, রামায়ণকালীন নারী, ভারতীয় সংস্কৃতি, নারী-চরিত্র, নারী-চেতনা, সীতা।

ভূমিকা—

আজকের এই প্রগতিশীল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যুগে, যখন আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোচনা করি, তখন এক স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠে আসে— প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই সংস্কৃতির ধারণা কীরূপে বিদ্যমান থেকেছে? এটি কি আজও জীবন্ত ও কার্যকর? উন্নয়নের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এর রূপ কি অপরিবর্তিত থেকেছে, না কি তা পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়েছে? এ কথা সর্বজনবিদিত যে ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক সমৃদ্ধ সংস্কৃতিগুলির মধ্যে অন্যতম। এই সংস্কৃতির মূল ভিত্তিতে রয়েছে মানবকল্যাণের আদর্শ। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' নীতিকে কেন্দ্র করে এ দেশের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে এসেছে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ 'সমগ্র পৃথিবীই এক পরিবার' —এই মহান দর্শনই ভারতীয়

সংস্কৃতির প্রকৃত ভিত্তি। তবে, আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণ এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের কারণে আজকের সমাজে যে পরিবর্তনের স্রোত দেখা যাচ্ছে, তা আমাদের সংস্কৃতির রক্ষার্থে কতটা সহায়ক, তা গভীরভাবে ভাবনার বিষয়। অবশ্যই পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু সেই পরিবর্তন হওয়া উচিত ইতিবাচক, যথাযথ এবং সুস্থ সমাজ গঠনের সহায়ক। কারণ, প্রত্যেক পরিবর্তনের দুটি দিক থাকে- একটি ইতিবাচক, অপরটি নেতিবাচক। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের উন্নতির পথে নিয়ে যায়, আর নেতিবাচকতা আমাদের পতনের দিকে ঠেলে দেয়। এই কারণে আমাদের উচিত সত্যনিষ্ঠ ও নীতিসম্মত পথ গ্রহণ করা, যা আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও জীবনের মূল মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও বিকাশে সহায়তা করবে। এই প্রেক্ষাপটে রামায়ণ একটি অনন্য মহাকাব্য, যা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি এবং মূল্যবান জীবনদর্শনের ভান্ডার হিসেবে সমগ্র বিশ্বে সম্মানিত। এই গ্রন্থে মানবজীবনের প্রায় সবদিকের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় এবং একজন আদর্শ মানুষের জীবনচরিত খুবই সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে শুধু ভোগের নয়, বরং ধর্ম বা নৈতিকতার পথকেই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে, রামায়ণ কেবল একটি পৌরাণিক কাব্য নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রতীকী এবং অমূল্য জ্ঞানভান্ডার হিসেবে যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক থেকেছে এবং থাকবে।

রামায়ণে নারীপাত্রের অবস্থান ও তাৎপর্য—

সাধারণভাবে একটি সমাজের অগ্রগতির প্রকৃত মূল্যায়ন সেই সমাজে নারীদের মর্যাদা ও অবস্থানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। কারণ, নারীই সমাজের মূল ভিত্তি, কেন্দ্রবিন্দু এবং সংস্কৃতির মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রাচীনকাল থেকেই নারীর একটি সুসংহত মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। নারী এখানে কেবল অর্ধাঙ্গিনী নন, তিনি মাতৃত্ব, শক্তি, ধন এবং জ্ঞানের প্রতীক হিসেবেও শ্রদ্ধেয়। তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর আদর্শ, ভূমিকা ও দায়িত্বেও পরিবর্তন এসেছে, কারণ সময়, স্থান ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই পরিবর্তনের প্রভাব সমাজজীবনে অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়।

রামায়ণ-যুগের নারীরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। রামায়ণে বর্ণিত নারীচরিত্র— তা মানুষ হোক বা অসুর—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয় রূপে চিত্রিত। ব্যতিক্রম কিছু চরিত্র ছাড়া, তাদের জীবনযাত্রা ও ভাবনা-চিন্তা এক উচ্চমানের নৈতিকতার প্রতিফলন। রামায়ণ কেবল একটি ধর্মীয় কাহিনি নয়, বরং একটি আদর্শমূলক জীবনদর্শন, যেখানে নারীচরিত্রগুলি কাহিনির গতি ও গভীরতা নির্ধারণে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। সীতা, কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, মন্থরা, উর্মিলা, মন্দোদরী, শবরী, অহল্যা, শূর্পণখা প্রমুখ নারীর চরিত্র বাল্মীকির কলমে অপূর্ব রূপে ফুটে উঠেছে। এসব চরিত্র শুধু কাব্যের অলঙ্কার নয়, বরং আদর্শ মানবিক গুণাবলির প্রতিফলন। এঁদের জীবনাচরণ ভারতীয় সংস্কৃতির ভিতকে আরও দৃঢ় এবং সমৃদ্ধ করতে সহায়ক।

সীতা— বাল্মীকির রামায়ণ-এ সীতার চরিত্র একটি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে, কারণ গোটা কাব্যের কাহিনির স্রোতধারায় তাঁর উপস্থিতি ও ভূমিকা অনবদ্য। সীতার জীবনের মূল আদর্শ ছিল স্বামীনিষ্ঠা ও পতিব্রত ধর্ম। যেকোনো পরিস্থিতিতেই তিনি তাঁর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি; মন, বাক্য এবং কর্মে সর্বদা স্বামীর অনুগামী ছিলেন। একজন আদর্শ পত্নী হিসেবে সীতা অযোধ্যার বিলাসবহুল জীবন ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে কণ্টকাকীর্ণ বনবাস গ্রহণ করেন। বহুবার রামের নিরুৎসাহ সত্ত্বেও তিনি বনযাত্রায় যাওয়ার জন্য অনড় থাকেন এবং যুক্তিপূর্ণভাবে জানান যে, তাঁর ভাগ্যে বনবাস পূর্বনির্ধারিত। কৌমার্যে পিতৃগৃহে আগত কিছু ব্রাহ্মণ এবং এক সন্ন্যাসিনী পূর্বেই তাঁর এই ভবিষ্যৎ জানিয়েছিলেন। যখন রাম তাঁকে সঙ্গে নেওয়ার বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন সীতা তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন— "আমার পিতা যে পুরুষরূপী স্ত্রীকে জামাতা হিসেবে পেয়েছেন, তিনি হয়তো তোমার মতোই কেউ।"

"किं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः। रामः जामातारं प्राप्य स्त्रिय पुरुषविग्रहम्।।" (বাল্মীকী রামায়ণ, 2/30/3)

লোকসমাজে রামের মর্যাদা রক্ষার্থে সীতা, এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী হিসেবে, নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে ধরিত্রী মাতার কোলে আশ্রয় নেন। লোকনিন্দার ভয়ে রামের আদেশে নির্বাসিত হয়ে তিনি রুষ্ট হন এবং বলেন, "ঋষিরা যদি আমার নির্বাসনের কারণ জানতে চায়, আমি কী বলব?"

"किंनु वक्ष्यामि मुनिषु कर्म चासत्कृत प्रभो। कस्मिन् वा कराणे त्यक्तिका राघवेण महात्मना।।" (वाल्मीकी रामायण, 7/48/7)

অবশেষে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করতে সীতা ধরিত্রী মাতার বন্দনা করে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেন। যজ্ঞে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, সকল অপবাদ মাথায় নিয়ে রামের মহিমা রক্ষায় নিজের কর্তব্য পালনে ব্রতী ছিলেন। তাঁর সহিষ্ণুতা, উদার হৃদয়, এবং আত্মসমর্পণের মনোভাব সর্বদাই তাঁর চরিত্রে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে, সীতার জীবন এক অনুপম আদর্শের প্রতিমূর্তি— যেখানে স্বামীভক্তি, নৈতিকতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, নম্রতা এবং আত্মমর্যাদাবোধ একত্রে জড়িত। সীতার ব্যক্তিত্ব সর্বকালের নারীর জন্য এক অনন্য অনুকরণীয় ও পূজনীয় আদর্শ হিসেবে চিরকাল প্রেরণা দিয়ে যাবে।

কৈকেয়ী– মহারাজ দশরথের তিন রানির মধ্যে কৈকেয়ীর ভূমিকা এমন এক চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত, যিনি রামায়ণের কাহিনিকে গতি দিয়েছেন এবং একপ্রকার রামকথার মূল কারণ হয়ে উঠেছেন। সেইসঙ্গে, রামকে 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনিও অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। সম্ভবত এই কারণেই রাম মাতৃগণের মধ্যে প্রথমে কৈকেয়ীকেই প্রণাম করেন।

মহার্ষি বাল্মীকি কৈকেয়ীর যে রূপটি তুলে ধরেছেন, তা তিনটি মাত্রায় অনুধাবন করা যায়। প্রথমত, কৈকেয়ীর সেই মহৎ রূপটি যা দেবাসুর সংঘর্ষে দশরথের প্রাণরক্ষা এবং রামের প্রতি তার স্নেহ প্রদর্শনে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রা যখন রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ দেয়, তখন আনন্দিত হৃদয়ে কৈকেয়ী মন্ত্রাকে উপহার দেন এবং বলেন—

"হে মন্ত্রা! রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ যে এত প্রিয় এবং অমৃতসম, এমন আর কোনো মধুর কথা হতে পারে না।"

"नमे परं किञ्चिदितस्त्वयापुणः, प्रियं प्रिया सुवचं वचा वरम्। तथा ह्यवोचस्त्यमतः प्रियोत्तरं, परं वरं ते प्रददामि तं वृणु।।" (वाल्मीकि रामायण, 2/7/36)

কিন্তু যখন মন্ত্রা তাকে 'সানুবন্ধা হতা মসি' বলে রামের রাজ্যাভিষেকের সম্ভাব্য প্রভাব স্মরণ করিয়ে দেয়, তখনো কৈকেয়ী তার কথায় ক্ষুব্ধ হন এবং রামের প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করে তাকে তিরস্কার করেন—

"भत्रिन्भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत्पालयिष्यति। संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामामिषेचनम्।।" (वाल्मीकि रामायण, 2/8/15)

"सा त्वमभुदये प्राप्ते वर्तमाने च मन्थरे। भविष्यति च कल्याणे किमर्थं परितप्यसे।।" —(वाल्मीकि रामायण, 2/8/17)

অন্যদিকে, কৈকেয়ীর এক অপ্রত্যাশিত ও অন্ধকারময় দিকও প্রকাশ পায়, যা তার চরিত্রে কালিমা আনে এবং সাধারণ মানুষের মনে যুগ যুগ ধরে ঘৃণা, ক্ষোভ ও নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভরতকে রাজ্যদান ও রামকে ১৪ বছরের বনবাস প্রদানের মাধ্যমে বাল্মীকি কৈকেয়ীর ক্ষমতালিপ্সু, নির্মম, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং নীচ প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছেন।

যদিও কৈকেয়ী ছিলেন অপরূপা, গুণবতী, যুদ্ধশিল্পে দক্ষ, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও এক বীরাঙ্গনা নারী। রামের প্রতি তার কোনো বিরূপতা ছিল না। রাম তার কাছে ততটাই প্রিয় ছিলেন, যতটা ভরত। কিন্তু মন্ত্রা তার মনে নারীত্বের স্বভাবজাত সতীন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ বপন করে। ফলে রামের রাজ্যাভিষেকের সম্ভাবনায় কৈকেয়ীর মনে নিজেকে অবহেলিত হওয়ার আশঙ্কা দানা বাঁধে। সেই মুহূর্তেই তার মাতৃস্নেহ, অহংকারবোধের সামনে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাই কৌশল্যাকে রাজমাতার আসনে দেখার কল্পনা, এবং তার প্রাধান্যের সামনে নিজের তুচ্ছতা সহ্য করা কৈকেয়ীর পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। কৌশল্যার প্রতি তার অশোভন ব্যবহারের উৎসও সম্ভবত এখানেই নিহিত।

"दर्पान्निराकृता पूर्व त्यया सौभाग्यवत्तया। राममाता सपत्री ते कथं वैरं ण यातयेत्।।" (वाल्मीकि रामायण, 2/8/37)

এছাড়াও, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দশরথকে সত্য পালনে বাধ্য করার পেছনে কৈকেয়ীর উদ্দেশ্য

সম্ভবত এই ছিল যে, ইক্ষ্বাকুবংশে যেন অসত্যাচরণ বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কলঙ্ক না লাগে। এই বৈপরীত্যপূর্ণ দুই চিত্রের মাধ্যমে মহাকবি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ বার্তা দিয়েছেন- আমাদের অন্তরতমে সদগুণ ও দুষ্প্রবৃত্তি উভয়ই অবস্থান করে, সেগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সচেতন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এরপর যে তৃতীয় দিকটি উঠে আসে, তা হলো কৈকেয়ীর করুণ ও দয়ার্দ্র রূপ। ভরত যখন ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে কৈকেয়ীর পরিচয় দেন, তখন বলেন—

'এই আমার জননী কৈকেয়ী- তিনি রুষ্ট স্বভাবের, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অহংকারী, নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপবতী ও ভাগ্যবতী ভাবেন, রাজ্যলোভী, দর্শনে আর্য হলেও আচরণে সম্পূর্ণরূপে অনার্য।'

ভরত কর্তৃক বলা এই তীব্র, অবমাননাকর বাক্যসমূহ যে কোনো মায়ের জন্যই সহ্যসীমার বাইরে।

"क्रोधनामकृतप्रज्ञां दृप्तां सुभगमानिनीम्। ऐश्वर्यकामां कैकेयीमनार्यामार्यरूपिणीम्।।
ममैतां मातरं विद्धि नृशसां पापनिश्चयाम्। यतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महादात्मनः।।" -(বাল্মীকি রামায়ণ, 2/92/26-27)

বাস্তবিকই, কৈকেয়ীর চরিত্র এতটাই গভীর ও জটিল যে, তার স্বভাবগত গুণ ও দোষগুলির নিরপেক্ষ মূল্যায়ন এত সহজে করা সম্ভব নয়। তবে এই ঘটনাপ্রবাহ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়- মানবমন অত্যন্ত চঞ্চল, তাই আমাদের চিত্তকে সদা সংযত ও সতর্ক রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা এমনকি গুণবান ব্যক্তিকেও ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারে।

মন্থরা— বাল্মীকি রামায়ণে মন্ত্রার চরিত্র একদিকে যেমন এক চতুর, কুটিল, কুব্জ দাসীরূপে চিত্রিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে তিনি একজন কর্তব্যপরায়ণা, স্বামিভক্ত ও দক্ষ রণকৌশলীও বটে। এই মহাকাব্যে কবি দাসী-শ্রেণির মনোভাবকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। কৈকেয়ীর বিবাহের সময় মন্ত্রা তার সঙ্গে অযোধ্যায় আগত হয়েছিল, ফলে কৈকেয়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ও গভীর আস্থার এক দৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠে। যখন রামের রাজ্যাভিষেকের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন সে নিজের প্রভাব হারানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এই আত্মকেন্দ্রিক উদ্বেগ থেকেই মন্ত্রা কৈকেয়ীর সামনে রামের রাজ্যাভিষেকের পর সম্ভাব্য নির্যাতনের এক ভয়াবহ ছবি তুলে ধরে, যা কৈকেয়ীর নিরপেক্ষ মনোভাবকেও নেতিবাচক পথে প্রবাহিত করে।

"अद्य राममितः क्षिप्रं यनं प्रस्थापयाम्यहम्। यौवराज्ये च भरतं क्षिप्रमेयामिषेचये।।" -(বাল্মীকি রামায়ণ, 2/9/2)

মন্ত্রা যে রকমভাবে সতীন ও সতীন-পুত্রের আচরণের চিত্র আঁকেন, তা নিঃসন্দেহে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। মন্ত্রা ছিলেন কৈকেয়ীর মঙ্গলকামী, তাই তার প্রতি এক প্রকার মাতৃসুলভ স্নেহও তার মনে ছিল। সেই স্নেহ থেকেই কৈকেয়ীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ভাবতে শুরু করে এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তার মনে এক গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মূলত এই ভবিষ্যৎ শঙ্কাই তাকে কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করতে প্ররোচিত করে। রামের ১৪ বছরের বনবাসের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ তার অনুপস্থিতিতে, ভরত যেন ধীরে ধীরে অযোধ্যার প্রজার স্নেহ অর্জন করে এবং রামের জনপ্রিয়তাকে প্রজার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে পারে- এই দূরদৃষ্টি ছিল মন্ত্রার।

"चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम्। प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति।।" - (বাল্মীকি রামায়ণ, 2/9/21)

এইভাবে, মন্ত্রার চরিত্রের মাধ্যমে মহাকবি এখানে কর্তব্যপরায়ণতা, স্নেহভক্তি, শুভাকাঙ্ক্ষিতা এবং আত্মীয়তাবোধের মতো গুণগুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদিও মন্ত্রা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে চিরকাল ঘৃণিত ও নিন্দনীয় এক চরিত্র হিসেবে আলোচিত হয়ে আসছেন, তবুও গভীরভাবে ভাবলে দেখা যায়—রামকথার মূল চালিকাশক্তি তিনিই।

আরেকটি দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়- মন্ত্রার কৃত কর্মগুলি একজন দাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে হয়তো সেগুলি খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তাই মন্ত্রার মূল্যায়ন যদি দাসীদৃষ্টিকোণ থেকে করা যায়, তবে তাকে আরো ভালোভাবে বোঝা সম্ভব।

মন্দোদরী— রাবণের স্ত্রী রানি মন্দোদরী একজন এমন নারী চরিত্র, যিনি একাধারে পতিপরায়ণা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, দক্ষ রণকৌশলী এবং রাজকার্যের যোগ্য সহচরী ছিলেন।

সময়োপযোগী পরিস্থিতিতে তিনি রাবণকে নীতিসম্মত উপদেশ প্রদান করতেন এবং সেই নীতির পথ অনুসরণ করতে উৎসাহ দিতেন। মন্দোদরী ভালো করেই জানতেন যে, শ্রীরাম একজন অসাধারণ বীর পুরুষ এবং অযোধ্যায় তাঁর আবির্ভাব ঈশ্বররূপে ঘটেছে। সময়ের প্রবাহ ও ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা বিবেচনা করে মন্দোদরী বারংবার রাবণকে অধর্মের পথ থেকে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাবণের অহংকারী একগুঁয়েমির কাছে তাঁর সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। মন্দোদরীর কর্তব্যপরায়ণতা সম্পূর্ণরূপে রাবণের কল্যাণে নিবেদিত ছিল। তিনি সদা চেয়েছেন যে লঙ্কেশ যেন ন্যায়ের পথে অটল থাকেন। রাবণের অন্যায় কর্মগুলোর প্রতি তিনি সর্বদা নম্রভাবে বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতেন যে, সীতাহরণ একটি জঘন্য অপরাধ এবং সম্পূর্ণরূপে অধার্মিক কৃত্য। সীতাহরণের পরে মন্দোদরী অত্যন্ত শিষ্ট ও নম্র ভাষায় রাবণকে সতর্ক করে বলেছিলেন— "হে নাথ, শ্রীরাম কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ ও পরমপুরুষ স্বয়ং। তাঁর অবমাননা করা মোটেও শোভন নয়। বৈদেহী স্বয়ং জগজ্জননী, যোগমায়া। এই শত্রুতা আপনার জন্য সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। সুতরাং জনকের কন্যা সীতাকে শ্রীরামের নিকট ফিরিয়ে দিন।" এইভাবে বহুবার মন্দোদরী বিনয়ের সঙ্গে রাবণকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং তার মঙ্গলকামনায় আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছেন। বাস্তবতা হলো, বাল্মীকি রামায়ণ -এ মন্দোদরীর চরিত্রের মাধ্যমে এক সহিষ্ণু, মহান নারীর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে, যিনি নিজের স্বামীকে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত দেখেও নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন না, এবং স্বধর্ম পালনে অটল থাকেন।

উপসংহার— এইভাবে বাল্মীকি রামায়ণ-এ চিত্রিত উপরের নারী চরিত্রসমূহের গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা এই উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, এই মহাকাব্য সমগ্র মানবজাতির এক অনন্যসাধারণ সাংস্কৃতিক সম্পদ। এতে মানবিক চরিত্রের বিভিন্ন রূপ, বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলোর আদর্শরূপ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই নারী চরিত্রগুলি সমাজকে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, একজন সম্পূর্ণ ও সৎ মানুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা প্রদান করে। রামায়ণে নারীদের চরিত্র চিত্রণ কেবল একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং নানান দিক থেকে বিবেচিত হয়েছে। এসব চরিত্র ভারতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধে পরিপূর্ণ। এদের মাধ্যমে শুধু নৈতিক শিক্ষা নয়, বরং জীবনের মৌলিক মূল্যবোধ, ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন গুণাবলি এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনার এক অপূর্ব শিক্ষা পাওয়া যায়। আজকের আধুনিক ভারতীয় সমাজে যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবর্তন দ্রুত গতিতে ঘটছে, সেখানে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি আদর্শ গুণাবলি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে রামায়ণ-এর চরিত্রসমূহ আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল দিশারি হতে পারে। এঁরা প্রত্যেকেই আত্মত্যাগ ও মর্যাদার প্রতীক। বাস্তবে, রামায়ণ-এর নারী চরিত্রগুলোর আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়, এবং আজকের প্রজন্মের কাছে তাদের গুণাবলি ও চিরস্থায়ী আদর্শ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। সার্বিকভাবে বিচার করলে বলা যায়, রামায়ণ যুগের এই নারী চরিত্রগুলি তাদের পবিত্র চারিত্রিক শিক্ষা দ্বারা বর্তমান নারীদের জন্য যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, উপযোগী ও কল্যাণকর, তেমনি ভবিষ্যতের জন্যও এক অনন্য বার্তাবাহক। তাদের আদর্শ স্মরণীয় এবং অনুসরণীয়, আর তাদের মধ্যে নিহিত সংস্কৃতি একটি গৌরবময় ও শালীন সংস্কৃতি, যা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য।

References

- বাল্মীকি *রামায়ণ*, অযোধ্যা কাণ্ড, সর্গ ২৯, শ্লোক ৮-৯ ও ১৩
- বাল্মীকি *রামায়ণ*, অযোধ্যা কাণ্ড, সর্গ ৭, শ্লোক ২৯
- বাল্মীকি *রামায়ণ*, অযোধ্যা কাণ্ড, সর্গ ৭, শ্লোক ৩৫ এবং সর্গ ৮, শ্লোক ১৮
- বাল্মীকি *রামায়ণ*, অযোধ্যা কাণ্ড, সর্গ ৮, শ্লোক ১০-১২
- বাল্মীকি *রামায়ণ*, অযোধ্যা কাণ্ড, সর্গ ১২, শ্লোক ৪২-৪৪
- তুলসীদাস রচিত *রামচরিতমানস*, লঙ্কাকাণ্ড, দোহা ৫/৩-৬

———